

আগামী জুনেই ইউএস-বাংলার সৌদি ফ্লাইট

- A Monitor Desk Report

Date: 25 November, 2021



দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি এয়ারলাইন্স ইউএস-বাংলা, বিশ্ব এভিয়েশন এবং বাংলাদেশ এভিয়েশন মার্কেটে করোনা পরবর্তী নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক-জনসংযোগ কামরুল ইসলাম এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইউএস-বাংলা।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সৌদি আরবের জেদ্দা, রিয়াদ, মদিনা ও দাম্মামে ২০২২ সালের জুন মাসের মধ্যে ফ্লাইট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি।

ইউএস-বাংলা জানায়, বিশ্বখ্যাত এয়ারলাইন্স এমিরেটস, কাতার এয়ারওয়েজ, এবং সৌদি এয়ারলাইন্স যে ধরনের এয়ারক্রাফট বিশেষ করে এয়ারবাস ৩৩০-২০০/৩০০ ব্যবহার করে থাকে, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সও বাংলাদেশি প্রবাসীদের একই ধরনের এয়ারক্রাফট ব্যবহার করে যাত্রীসেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে।

আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে বিমান বহরে ৩টি বোয়িং ৭৩৭-৮০০ ও ৪টি ব্র্যান্ডনিউ এটিআর ৭২-৬০০ যোগ করতে যাচ্ছে ইউএস-বাংলা।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম গন্তব্য জেদ্দা, রিয়াদ, মদিনা রুটসহ ইউরোপে বিশেষ করে লন্ডন, আমস্টারডাম, রোমসহ বিভিন্ন গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনার জন্য ২০২২ ও ২০২৩ সালের মধ্যে আটটি এয়ারবাস ৩৩০-২০০/৩০০ এয়ারক্রাফট যুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে সংস্থাটি।

২০১৪ সালের ১৭ জুলাই থেকে যাত্রা শুরু করা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স গত প্রায় ৮ বছর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এভিয়েশন মার্কেটে যাত্রীদের মধ্যে আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যাত্রা শুরুর পর ধারাবাহিকভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করেছে, এমনকি ক্রস কান্ট্রি ফ্লাইট ধারণা থেকে যশোর থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার কিংবা সৈয়দপুর থেকে চট্টগ্রামে ফ্লাইট পরিচালনাও করছে।

উল্লেখ্য যে, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের বিমান বহরে ৪টি বোয়িং ৭৩৭-৮০০, ৭টি ব্র্যান্ডনিউ এটিআর ৭২-৬০০ সহ মোট ১৪টি এয়ারক্রাফট রয়েছে।

